দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2.0..NOV 1989
পৃষ্ঠা... ৪ ...কলাম...

চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৯-১১-৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনার জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চিকিৎসা শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এবারের বিজ্ঞপ্তি চরম হতাশা সৃষ্টি করেছে। দেশের বর্তমান জনস্ফীতির দিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক চিকিৎসক সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে অথচ তা তো হচ্ছেই না, বরং কর্তৃপক্ষ যেন সচেতনভাবেই আবেদনকারীর সংখ্যাও সীমিত রাখার পক্ষপাতী।

গত বৎসর ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করার জন্য যে শর্তসমূহ ছিল, এবার আশা করা গিয়েছিল সেগুলো আরো নমনীয় করা হবে। কারণ এবার গোটা বাংলাদেশেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার খুবই কম। সে হিসেবে গতবারে অধিক প্রার্থীসংখ্যার কারণে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা আশাবাদী হয় এবং সেভাবেই অনেকে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপার ঘটেছে উল্টো। এবার আবেদন করার নিয়মাবলী এতই দুরূহ যে, যারা দ্বিতীয় বারের মত আবেদন করার আশায় ছিল, তাদের এক বিপুল অংশের পক্ষে নম্বরবন্টিত জটিলতার কারণে আবেদন করাই সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ১৯৮৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যেসব প্রার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে ১২৫০ নম্বর হবে, শুধু তারাই এ বৎসর আবেদন করার যোগ্য। লক্ষণীয় যে, যাদের দুটো প্রথম বিভাগ আছে অর্থাৎ ১২০০ নম্বর তারাও সুযোগ পাচ্ছে না। আবার যাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ মিলিয়ে এরচেয়ে বেশী অর্থাৎ এমনকি ১২৪০ নম্বরও আছে তারাও সুযোগ পাচ্ছে না। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্তৃপক্ষ (১) গত বৎসরের মত প্রতি বছরের জন্য ২৫ নম্বর বাদ দেয়ার নিয়মটি বহাল রাখলে এবং সে সঙ্গে (২) দুটি প্রথম বিভাগ থাকলে অথবা (৩) মোট নম্বর থেকে ২৫ নম্বর বাদ দেয়ার নিয়ম করলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করা হবে। অন্যথায় এদের মানসিক হতাশা পরিণামে দেশের জন্য যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না একথা কি জোর দিয়ে বলা যায়?

সুতরাং, কর্তৃপক্ষকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে নিয়মাবলী পুনর্বিবেচনা ও নমনীয় করার অনুরোধ জানাই।

বেগম রোকেয়া ইউসুফ
শিক্ষিকা
বাংলাদেশ রেলওয়ে ষ্টেশন কলোনী
উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

অংকটির প্রথম সমাধান

গত ১৪ই নভেম্বরের 'সংবাদ'-এ চিঠিপত্র কলামে যে অংকটির সমাধান জানতে চাওয়া হয়েছে।

আমের মূল্য শতকরা ২০ টাকা কমে যাওয়ায় আমি এখন ৪ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১টি আম বেশী পাই। একটি আমের বর্তমান মূল্য কত? অংকটির সঠিক সমাধান নীচে দেওয়া হল:

প্রথম পদ্ধতি:

প্রশ্নানুসারে আমের মূল্য ২০% কমে যাওয়ায় পূর্বে ৪ টাকায় যতটি আম পাওয়া যেত এখন তার চেয়ে একটি বেশী পাওয়া যায়। কাজেই একটি আমের বর্তমান মূল্য = ৪ টাকার ২০%

= ৪ টাকার $\frac{২০}{১০০}$

= ৮০ টাকা।

∴ একটি আমের নির্ণেয় বর্তমান মূল্য ৮০ টাকা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

কোন দ্রব্যের পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে, ২০% কমে বর্তমান মূল্য = ১০০ টাকা—২০ টাকা = ৮০ টাকা।

পূর্ব মূল্য ১০০ টাকা হলে বর্তমান মূল্য ৮০ টাকা

" " ১ " " " " $\frac{৮০}{১০০}$ টাকা

" " ৪ " " " " $\frac{৮০ \times ৪}{১০০}$ টাকা

= $\frac{৩২০}{১০০}$ টাকা

= ৩.২০ টাকা।

পূর্বে ৪ টাকায় যা পাওয়া যেত বর্তমানে ৩.২০ টাকায় তা পাওয়া যায়।

∴ ১টি আমের বর্তমান মূল্য = ৪.০০ টাকা—৩.২০ টাকা

= ৮০ টাকা

১টি আমের নির্ণেয় বর্তমান মূল্য ৮০ টাকা।

তৃতীয় পদ্ধতি:

কোন দ্রব্যের পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে, ২০% কমে বর্তমান মূল্য = ১০০ টাকা—২০ টাকা = ৮০ টাকা।

বর্তমান মূল্য ৮০ টাকা হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা

" " ১ " " " $\frac{১০০}{৮০}$ টাকা

" " ৪ " " " $\frac{১০০ \times ৪}{৮০}$ টাকা

= ৫ টাকা।

∴ বর্তমানে ৪ টাকায় যা পাওয়া যায় পূর্বে ৫ টাকায় তা পাওয়া যেত।

∴ ১টি আমের পূর্বমূল্য = ৫ টাকা—৪ টাকা = ১ টাকা।

∴ পূর্বমূল্য ৫ টাকা হলে বর্তমান মূল্য ৪ টাকা

∴ ১ " " " " $\frac{৪}{৫}$ টাকা

= ৮০ টাকা।

∴ ১টি আমের নির্ণেয় বর্তমান মূল্য ৮০ টাকা।

মুহম্মদ জাকারিয়া ভূঞা,
সহকারী শিক্ষক,
মরগ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।